জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM -এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
প্রয়োজনে কথা বলুন ঃ 9883518633
Follow US on Subscribe US on YouTube www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 36 ❑ 23Nov., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

লজ্জা... বিশ্বকাপকে অসম্মান বিতর্কে মিচেল মার্শ

অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শকে বিশ্বকাপের ট্রফির ওপর পা তুলে দেখা গেছে, স্লোগান দেওয়া হয়েছে। ছবির সত্যতা যাচাই করেনি সার্বভৌম সমাচার

প্রতিনিধি ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ছবি দেখা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার মিচেল মার্শ বিশ্বকাপ ট্রফির উপরে দুই পা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

ছবিটি প্রাথমিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছিলেন। সেখান থেকে, এটি বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করেছে। ইন্টারনেট অঙ্গভঙ্গিটিকে 'অসম্মানজনক' বলে অভিহিত করেছে এবং এর জন্য তাকে নিন্দা করেছে।

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ট্রফি তোলার কয়েক ঘণ্টা পর ছবিটি শেয়ার করা হয়েছে। রবিবার, ১৯ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে খেলেছে। ছবিটি হোটেলের ঘর থেকে বলে মনে হচ্ছে যেখানে অস্ট্রেলিয়ান দল বসে স্বাচ্ছন্দ্যে একে অপরের সাথে কথা বলছিল।

পেট্রাপোল বন্দরে উদ্ধার হল প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার সোনা, আটক ১

প্রতিনিধি ঃ ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পথে ফের এক যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ষাট লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল সীমান্তে।

বিএসএফ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার পরিমাণ ৯৪৯ গ্রাম। ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। ধৃত যাত্রীর নাম পামবাথুভালাপ্পিল সুলাইমান, কেরালার বাসিন্দা সে।

ধৃত বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার পর১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা তাকে সন্দেহজনক ভাবে তল্লাশি করে। সে সময় ওই যাত্রীর প্যান্টের ভেতর থেকে পেস্ট আকারে সোনা উদ্ধার হয় । উদ্ধার হওয়া সোনা ও ধৃতকে পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

শিশু দিবসে ছেকাটি শিশু প্রাথমিকে ফুটবল টুর্ণামেন্ট

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও শিশু দিবস উপলক্ষে এক আকর্ষণীয় ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করে গাইঘাটা পূর্ব চক্রের ছেকাটি প্রাথামিক বিদ্যালয়। গত ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত টুর্ণামেন্টে ছেকাটির ৮টি বিদ্যালয় অংশগ্রহন করে। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় আয়োজক ছেকাটি এফ পি স্কুল ৪-০ গোলে দীঘা সুকান্তপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিমকে পরাস্ত করে টুর্ণামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে। ছেকাটি স্কুল টিমের কৃতি ফুটবলার প্রান্ত দাস টুর্ণামেন্টে ৭টি গোল করে হিরো অফ দ্যা টুর্ণামেন্টের পুরস্কার লাভ করে। আর ওই বিদ্যালয়েরই খেলোয়াড় জয়ের কাণ্ডারী রনিত বালা চমৎকার খেলে হিরো অফ দ্যা ম্যাচ এর খেতাব লাভ করে।

অপরাহ্নে খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত জলের অধিনায়কদের হাতে যথাক্রমে সুদৃশ্য ট্রপি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, শিক্ষক নেতৃত্ব স্বপন বাইন ও আয়োজক ছেকাটি স্কুলের ক্রীড়াপ্রেমী প্রধানা শিক্ষিকা ইলারানী মণ্ডল। বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক চন্দন গাইন জানান, টুর্ণামেন্টে ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবলার ও প্রশিক্ষক সঞ্জু সিন্‌হা, ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোলক ভট্টাচার্য্য (ঘোষক)। খেলার মাঠে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফুটবল প্রেমী যাদব মণ্ডল, সাংবাদিক তপন মণ্ডল, শিক্ষক নেতা স্বপন পাঠক ও শিক্ষানুরাগী বৈদ্যনাথ মণ্ডল ও স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবল প্রেমী সভাপতি নিধির চন্দ্র দাস প্রমুখ।

তৃতীয় পাতায়...

প্রধান শিক্ষককে স্কুল থেকে সরানোর দাবিতে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের অচল অবস্থা স্কুলের

প্রতিনিধি ঃ স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক অনুপম সর্দারকে সরানোর দাবিতে স্কুল গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল পড়ুয়ারা। এর ফলে শুক্রবার স্কুলে পঠন পাঠন মিড-ডে মিল সমস্ত কিছুই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার কোনিয়াড়া যাদবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'প্রধান শিক্ষককে সরানোর দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে জানানো হয়েছে।'

কোনিয়াড়া যাদব চন্দ্র হাই স্কুলে বিশৃংখল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল চলতি বছরের ২৪ শে আগস্ট তারিখ থেকে। তার একদিন আগে স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ অমান্য করে স্কুলের একাংশের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা সেই মৃত ছাত্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন ২৪ শে আগস্ট। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলমাল বাধে স্কুলে। গ্রামবাসী স্কুল পড়ুয়া সকলে মিলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা দাবি তুলেছিলেন প্রধান শিক্ষকের অপসারণের। তারা সই সংগ্রহ করে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে জমা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে নিরাপত্তার কারণে প্রধান শিক্ষক আর স্কুলে যাননি। তারপর পুজোর ছুটি পড়ে যায়। প্রধান শিক্ষক নিরাপত্তার দাবি তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেয় প্রধান শিক্ষকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। সেই নির্দেশ মতন এদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে গেলে বাগদা থানার পুলিশ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসেন। স্কুল গেটের বাইরে তারা বিক্ষোভ দেখায়। তাদের বক্তব্য, এরকম দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান শিক্ষক আমরা চাই না। শিক্ষিকাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। ওনার জন্যই স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই ওঁনাকে দ্রুত এখান থেকে সরানো হোক। অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'একাংশের অভিভাবক, গ্রামবাসী, স্কুল পরিচালন

তৃতীয় পাতায়...

জন্মদিনে ইন্দিরা স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণ। গত ১৯ নভেম্বর সকালে জাতীয় কংগ্রেস নেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রয়াত দলনেত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর ১০৭ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। দলীয় নেতা কর্মীগণ দেশনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান।

উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তপন মজুমদার, বাপী দত্ত, বীরেশ ভৌমিক প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীগণ সকলেই দেশ গঠনে প্রয়াত ইন্দিরাজীর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

বর্ষ ০৭ ❒ সংখ্যা ৩৬ ❒ ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ ❒ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

মেহেরগড় সভ্যতা বা ভারতে প্রথম নগর সভ্যতার বিকাশ

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

তাই পন্ডিতগণেরা এই সভ্যতার নাম দিয়েছেন "হরপ্পা সভ্যতা"। তারপর সিন্ধুনদের উপত্যকার বহুস্থান খননের ফলে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সভ্যতা সিন্ধু নদের দান। তাই এই সভ্যতা "সিন্ধু সভ্যতা" নামেও পরিচিত। নগর পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে এবং নগরায়ণের ব্যাপক বিস্তারে হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম।

হরপ্পা সভ্যতার ২৬টি প্রধান ক্ষেত্র খননের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক হাজার হাজার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন পৃথিবীর অতি উন্নত সভ্যতার স্রষ্টা ভারতবাসী। হরপ্পা সভ্যতার কয়েকটি আবিষ্কৃত ক্ষেত্র হল— সর্তুঘাই, দাবার কোটি, মুদিরি মোদড়ো, নোসারো, পাতানি, ডামব, গুমলা, বালাকোট, মিলি কুফলাট, সুক্তজোগুর, সোটকাকোহ, আল্লাদিনো, মহেঞ্জোদাড়ো, ছানহুনড়ো, গনউরিয়ালা, হরপ্পা, কলিবঙ্গা, বানাওয়ালি, বালু, রাখিঘড়ি, হুলসা, লোথার, সুরজোটদা, ধোলাভিয়া, কুনটাসি, বাগসরা, নাগেশ্বর, জুনিকারান এবং ভিররানা। জি এল পসিল রচিত "ইন্ডাস এজ" নামক গ্রন্থে হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্র ১,২৪৩টি।

হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে দেখা গিয়েছে, সে সময়ে প্রতিটি বাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য "গ্রিড প্যাটার্ন" নগর গড়ে উঠেছিল, যা বর্তমানে প্রচলিত। নগর পরিকল্পনার কৌশল প্রথম সিন্ধু সভ্যতার মানুষের আবিষ্কার। নগরের প্রতিটি বাড়িতে স্নানাগার ও কূপ ছিল এবং ঢাকা ড্রেনের সংযোগ ছিল। তারা পোড়া ইট এবং ধাতুর ব্যবহার জানত। এমন কি হরপ্পা লিপির প্রচলন করেছিল। এছাড়া তারা ওজনের প্রবর্তন এবং মৃৎ শিল্পের প্রবর্তকও। এই সভ্যতার মানুষ তুলো ও পশমের বস্ত্র তৈরি করে পরিধান করত। এই সভ্যতার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল চাকা, যা আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির উপকরণ। সামরিক শক্তিই যে এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিনের মূল্যায়নই যথার্থ।

তিনি লিখেছেন, "যাইহোক না কেন, সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্ব এখনও পর্যন্ত উভয় দিক থেকেই অসমান্য। কারণ, এ যেমন এক মহান ও অতি বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক সাফল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, অপর দিকে দেখা যেতে পারে যে, এসভ্যতা হল প্রচীন। এমনকী, আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার অনেক দিকেরই গঠনমূলক আদর্শ।"

১৯২২ সালে হরপ্পা সভ্যতার যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই আবিষ্কারের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার, জন মার্শাল, কাশীনাথ দীক্ষিত, দয়ারাম সাহানি ও স্যার মার্টিমার হুইলারের নাম বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু নদের তীরে এই সভ্যতার প্রধান দুটি কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশের নারকান জেলার মহেঞ্জোদাড়ো। শব্দটির সিন্ধু ভাষায় অর্থ হল— "মৃতের স্তূপ"।

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই আবিষ্কারের আগে পণ্ডিতদের অনুমান ছিল ভারতীয় সভ্যতার সূচনা বৈদিকযুগ থেকে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব। ভারত ও ভারতের বাইরে হরপ্পা সভ্যতার প্রায় ২৫০টির মতো কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার সময়সীমার ধারণা নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। ইরাকের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যে এই সভ্যতার যোগ ছিল। তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য বিচার করে ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু সভ্যতার কাল খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ বলে নির্ধারণ করেছেন। জন মার্শালের মতে, "পৃথিবীর আর তিনটি প্রচীন সভ্যতা, যথা— মিশরীয় সভ্যতা, ইরাক-ইরানের ব্যবলিয়নীয় সভ্যতা এবং চিনের হোয়াংহো সভ্যতা থেকে হরপ্পা সভ্যতা প্রচীনত্বের দাবি রাখে।"

মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার এবং আধুনিক ডেনড্রো ক্রেনোলজি নামক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এর সময়সীমা

চলবে...

পাঠকের চিঠি

অশ্লীল সুরে হরিনাম সংকীর্তন

বর্তমানে হরিনাম সংকীর্তনের আসর যেন এক-একটা রঙ্গশালা। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হরিনাম সংকীর্তন তার মাধুর্য হারাচ্ছে। ধর্মের মতো পবিত্র বিষয়কে যে সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন হয় না, তা হয়তো ভুলে গিয়েছেন একটা বড় অংশের মানুষ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত হরিনাম সংকীর্তন আর কীর্তন নেই। তা যেন হয়ে গিয়েছে করে খাওয়ার জায়গা। সেইসঙ্গে কীর্তনের সুরকে বিকৃত করে বেছে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অশ্লীল সুর। এখন কীর্তন আসরে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণী সিনেমা, পুষ্পার আদলে নৃত্য কিংবা অশ্লীল দেহভঙ্গি, কীর্তন দলে খোল-করতালের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রিক বাদ্যযন্ত্র। ফলে হরিনাম সংকীর্তনের আসর থেকে আর ভেসে আসে না খোল-করতালের শব্দ, ভেসে আসে শুধু ভোজপুরি কিংবা দক্ষিণী সিনেমার অশ্লীল মিউজিক। বিভিন্ন অশ্লীল সুরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনকে মিশিয়ে দেওয়ায় হরিনাম সংকীর্তন আসর যেন হয়ে উঠেছে এক-একটা অর্কেস্ট্রা মঞ্চ।

হরিনাম সংকীর্তনের আসরে উপস্থিত শ্রোতার একাংশের মদ্যপানে আসর যেন হয়ে উঠছে নাইট ক্লাব। হরিনাম সংকীর্তনের শিল্পীদের প্রতি টাকার ছোড়াছুড়ি দেখে মনে হচ্ছে, আজ চৈতন্য মহাপ্রভু এই দৃশ্য দেখলে হয়তো তিনি নিজের উপর আফসোস করতেন যে, তিনি কেন এমন ভালো বিষয় প্রতিষ্ঠা করলেন? তিনি হয়তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেন না! তিনি হয়তো বলতেন, প্রভু, ওদের ক্ষমা করে দিও। ওরা জানে না আসলে ওরা কী করছে!

মিলন কর্মকার
বৈকারা, গাইঘাটা

শিশু মিলন মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জাতীয় মিলন মেলার আয়োজন করে মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ইমন মাইম সেন্টার কর্তৃপক্ষ। গত ১৯ নভেম্বর সংস্থা প্রাঙ্গনের পদাতিক মঞ্চে ইমন এর কচি কাঁচারা সমবেত হয়। আসে সহযোগী গোবরডাঙার নাবিক নাট্যম এর শিশু কুশীলবগণ। সংস্থার সদস্যা সৃজা হাওলাদার ও শ্রেয়া দাস শিশুদের নিয়ে সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্য চর্চায় অংশ নেয়। মধ্যাহ্নে ইমন মাইমের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরেজ হাওলাদারের ব্যবস্থাপনায় পংক্তি ভোজনে মিলিত হন উপস্থিত সকল শিশুরা। অপরাহ্নে নাবিক নাটমের নাট্যনির্দেশক জীবন অধিকারী ও বিশিষ্ট নাট্য ভিনেতা অবীন দত্তের নির্দেশনায় নাবিকের শিশু কুশীলবগণ পরিবেশন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে সকলের ভালোলাগার নাটক মুসলমানীর গল্প এবং সন্ধ্যায় নাবিকের নবতম প্রযোজনা দর্পন নাটকটির মহড়া হয়।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

নারীবাদের উৎস সন্ধান

অজয় মজুমদার

মহেশ্বরের জলভান্ডার ছড়িয়ে আছে ৬১টি গ্রামের জমিতে। ডুবে যাবে ২১ টার মত। ২৫ হাজার মানুষ, হাজার চারেক পরিবার হারাবে ভিটেমাটি, যা চাষের জমি, অথবা দুই-ই তলিয়ে যাবে। মহেশ্বর বাঁধের কাজ যেদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার আগে থেকেই ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থা টেক্সটাইল কোম্পানিকে বরাত দেওয়ার প্রতিবাদ আরম্ভ করেছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প— মহেশ্বর। সেচের আওতায় আছে এমন প্রচুর জমি ডোবানো হবে। বিরাট শক্তি, পুলিশ প্রশাসনের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের যত উৎকণ্ঠা, ততই উৎসাহ।

প্রকৃতির ওপর মানুষের যে নিপীড়ন তার সঙ্গে নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও নিপীড়নের যে সাজুয্য তা পরিবেশ নারীবাদের ভিত্তি। পরিবেশবাদ বা ইকোলজিক্যাল ফেমিনিজম একটি বিশেষ দার্শনিক অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধ কল্পে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নারীবাদী তত্ত্ব লিঙ্গ বৈষম্য বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। নারীবাদে উদ্ভাবিত বিষয়গুলিকে বৈষম্য, আপত্তিকর, নিপীড়ন, পিতৃতন্ত্র, স্টিরিওটাইপিং, শিল্প ইতিহাস সহ সমসাময়িক শিল্প এবং নান্দনিকতা অন্তর্ভুক্ত থাকে। নারীবাদে বেশ কিছু শৃঙ্খলা আছে। অনেকে আবার একে নারীবাদী কৌশল বা নীতি হিসেবে দেখেন।

ফরাসি নারীবাদী লেখক ফ্রাসোখাঁ দ্যুবন (Francoise d' Eaubonne) ১৯৭৪ সালে প্রথম পরিবেশ নারীবাদ শব্দটি তার La Faminisme ou la Mort (বাংলা : নারীবাদ নাকি মৃত্যু) গ্রন্থে ব্যবহার করেন। অর্থের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মূলত নারীর প্রতি কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির সাথে নারীর একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠতা নারী ও প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের মাঝে এক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টির একেবারে প্রথম থেকেই নারীর প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বলেই পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ নারীবাদের জন্ম। পাশ্চাত্য পুরুষ শাসিত সমাজে যেমন বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, যারা অবহেলিত ও অবদমিত হয়ে থাকে। যেমন- নারী, শিশু, দরিদ্র, বর্ণবৈষম্যের শিকার মানব গোষ্ঠী প্রভৃতি। তেমনিই প্রকৃতির বুকে নানা প্রাকৃতিক উপাদান, যেমন- বায়ুমণ্ডল, স্থলভাগ, জলসম্পদ, কিংবা প্রাণী গোষ্ঠী একই ভাবে মানবজাতির দ্বারা অবদমিত ও অবহেলিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপাদান সমূহের নির্বিচারে অত্যাধিক ব্যবহার মানব গোষ্ঠীকে এক বিষম বিপদের সম্মুখীন করে তুলেছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল পরিবেশ নারীবাদ। এই মতবাদের যথাযত প্রয়োগেই পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি যত্নবান হবে। নারী যেমন সমাজকে স্নেহ, মমতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দিয়ে যত্নে রাখে। সে ভাবেই একমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন ঘটানো যাবে।

পরিবেশবিদগণ মনে করেন যে, যদি মানুষ ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের উপর গুরুত্ব দেয়,কম উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ করে এবং এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ তৈরি করে, পরিবেশের ভারসাম্য তাতে অনেক কম বিঘ্নিত হবে।

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবার পরিবেশের ওপর পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসনের এক ভয়াবহ মডেল উপস্থাপন করেন রোজ মেরি রুথার। ১৯৭৫ সালে তাঁর প্রকাশিত মডেলে রুথার ব্যাখ্যা করেছেন মাতৃতান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ ছিল সংরক্ষিত ও অক্ষত। পরবর্তীকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে শুরু হয় পরিবেশের উপর অবিচার। সৃষ্টির একেবারে প্রথম থেকেই নারীরা প্রকৃতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় নারীদের গুরুত্ব অপরিসীম।

চিপকো আন্দোলনের কথা অনেকেরই জানা। এই ঘটনার পেছনে নারীর অবদানের কথা আশা করি অনেকেরই জানা। এলাহাবাদের এক ক্রীড়া সামগ্রি কারখানার প্রতিনিধিগণ গোপেশ্বরে উপস্থিত। উদ্দেশ্য গ্রামের কাছে দশটি অ্যাশ গাছ কাটা। উত্তরপ্রদেশ বন্য দপ্তরের দেওয়া বৈধ অনুমতি পত্র তাদের ছিল । গ্রামবাসীরা সবিনয় তাদের গাছগুলি না কাটার অনুরোধ জানান। কিন্তু অনুনয়-বিনয় করে কোনভাবেই তাদের নিরস্ত্র করতে না পেরে গ্রামবাসীরা চিহ্নিত গাছগুলিকে বুকে জড়িয়ে ধরার পরিকল্পনা নেন এবং উক্ত প্রতিনিধিদের খালি হাতে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে সেই একই ঠিকাদার গোপেশ্বরের ৮০ কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রামে, রামপুর ফাটাতে উপস্থিত হন। এবার তাদের হাতে বন দপ্তরের নতুন অনুমতি পত্র। তাদের উপস্থিতির খবর পেয়েই গোপেশ্বর থেকে জনগণ ছুটে যান রামপুর ফাটায়— সঙ্গে আরো অনেক মানুষ। এবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় ঠিকাদারকে। চিপকো আন্দোলনের চরম রূপ নিল ১৯৭৪ সালে, সেদিন ৫০ বছর বয়স্ক নিরক্ষর পৌঢ়, গৌরীদেবীর নেতৃত্বে নারীরা এই আন্দোলনে সামিল হলেন।

চলবে...

মছলন্দপুর নেতাজী সংঘের শ্যামাপুজোর আকর্ষণ রবি ঠাকুরের সহজ পাঠ

সঞ্জিত সাহা ঃ মছলন্দপুরের সাদপুর নেতাজীপল্লীর নেতাজী সংঘের শ্যামাপুজো এবারে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ অবলম্বনে অভিনব পূজা মণ্ডপ ও দর্শনীয় মাতৃপ্রতিমা ও আলোক সাজ্জা দর্শনার্থীদের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। পুজো মণ্ডপ সংলগ্ন মঞ্চে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু দর্শকের সমাগম ঘটে।

পুজোর উদ্বোধনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা ও জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা, মছলন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কল্পনা বসু, পূর্বতন প্রধান তাপস ঘোষ প্রমুখ। প্রতিদিন অগণিত দর্শক সমাগমে নেতাজী সংঘ আয়োজিত শ্যামা পুজো ও উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

সার্বভৌম সমাচার

আপনার এলাকার খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

৭০৭৬২৭১৯৫২

সাড়ম্বরে ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির প্রতিষ্ঠা দিবসে উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ নভেম্বর ছিল ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার ২৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সংস্থার সদস্যগণ দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক পার্থ প্রতিম দাস জানান, অপরাহ্নে সংস্থার মহলা কক্ষে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোট বড় সদস্য সদস্যাগণ সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নৃত্যনাট্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠা কালের সদস্যগণ সহ কয়েকজন অভিভাবক ও নানা অনুষ্ঠানে দিনটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

শিশু প্রাথমিকে ফুটবল টুর্ণামেন্ট

প্রথমপাতার পর...

বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ইলা দেবী সকলকে স্বাগত জানান। সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও প্রস্ফুটিত গোলাপে বরণ করে নেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফুটবলের চর্চা ও প্রসারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খেলাধূলোর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে ছেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এদিনের টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহনকারী খোলোয়াড়দের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক কিশলয় সংঘের হনুমান পুজো

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও মহা সমারোহে হনুমানজীর পুজোর আয়োজন করেন চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘের সদস্যগণ। গত ২১ নভেম্বর চাঁদপাড়া-ঠাকুরনগর সড়কে বকচরা মোড় সংলগ্ন চৌমাথায় হনুমান মন্দিরে পুজোর আয়োজন করেন কিশলয় সংঘের সদস্যগণ। পাড়ার মহিলারা সকাল থেকেই পুজোর আয়োজনে লেগে যান। বজরঙবলীর পুজো উপলক্ষে বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষজন ভক্তি সহকারে পুজোয় অংশগ্রহন করেন। অন্যান্যবারের মতো এবারও হনুমানজীর মানস পুত্র শ্যামল মণ্ডল পুজোয় অংশ নেন। অপরাহ্নে পুজো সম্পন্ন হলে সকলে প্রসাদ গ্রহন করেন। সন্ধ্যায় মন্দির পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গানের অস্থায়ী আলোকজ্জ্বল মঞ্চে পরিবেশিত হয় বাউল সংগীতানুষ্ঠান। পরদিন শীতবস্ত্র ও কম্বল

বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট জননেতা গোবিন্দ দাস, চাঁদপাড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক দাস, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাধন বিশ্বাস, ইতা লোধ, শান্তনু রায়, সুষমা মজুমদার, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম লোধ প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সকলকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। পরদিন পুজো প্রাঙ্গনে আসেন বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। সমাজকর্মী প্রবীর রায়, প্রসেনজিৎ মণ্ডল, গোবিন্দ বিশ্বাস, সদস্য সাধন বিশ্বাস, বিকাশ রায় প্রমুখ।

কিশলয় সংঘের সভাপতি রামশংকর দাস সকলকে স্বাগত জানান, বিধায়ক স্বপন বাবু মন্দির ঘুরে এসে সভাপতি শ্রীরায়ের হাতে চাঁদা স্বরূপ কিছু অর্থ তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এদিনও উদ্যোক্তারা বিধায়ক এর হাত দিয়ে উপস্থিত কয়েকজন দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করেন। বিধায়ক স্বপনবাবু উদ্যোক্তাদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। প্রয়াতা সহধর্মিনী শিপ্রা ব্যানার্জীর স্মৃতিতে কম্বল প্রদান করেন সমাজ সেবী প্রদীপ ব্যানার্জী। ক্লাব সদস্য সন্তোষ বিশ্বাস, রতন রায়, সুচিত্রা ব্যানার্জী, ঝুম্পা চক্রবর্তী প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে এবারের হনুমানজীর পুজো এবং সেই সঙ্গে বস্ত্র দান ও মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানটি সার্থকতা লাভ করে।

বাণীপুর সুন্দরম এর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ হাবরার বাণীপুর সুন্দরম ড্যান্স ইন্সিটিউশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল অশোকনগরের শহীদ সদনে। এদিন সন্ধ্যায় প্রেক্ষাগৃহের আলোকজ্জ্বল মঞ্চে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অশোকনগর কল্যানগড় পৌরসভার পৌরপ্রধান প্রবোধ সরকার, ছিলেন বাণীপুর বেসিক কাম মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নবনীতা সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতি এবং নৃত্যচর্চা ও নৃত্যশৈলীর প্রসারে বাণীপুর সুন্দরম এর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। সুন্দরম এর কর্ণধার পুরস্কার প্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী সুতি কর্মকার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। এদিনের নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সুন্দরম পরিবেশিত নৃত্যনাট্য 'সর্বাস্ত্রধারিণী'। নৃত্যনাট্যটির কাহিনী ও শিল্পীদের নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এছাড়াও এদিন সুন্দরম এর শিশুশিল্পীগণ পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান 'ইচ্ছেডানা' এক কথায় অনবদ্য। যা হল ভর্তি দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে লুনা পোদ্দার ও সুস্মিতা চ্যাটার্জীর কত্থক নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। অনুষ্ঠান শেষে আপামর দর্শক মণ্ডলী আগামী দিনেও বাণীপুর সুন্দরম নৃত্য সংস্থার মন জয় করা শিল্পীদের নৃত্যশৈলী পুনরায় দেখার আশা ব্যক্ত করেন।

অচল অবস্থা স্কুলের

প্রথমপাতার পর...

সমিতির সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ শিশু মনে আমার সম্পর্কে বিষ ঢোকাচ্ছে। সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের এক শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় এফ আই আর করেছেন। তাকে প্রধান শিক্ষক সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিজনক এবং অশালীন মন্তব্য করেছেন। এই অভিযোগও অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক বলেন 'ঐ শিক্ষিকাকে চাপ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করানো হয়েছে।

বাগদা পশ্চিম চক্রের স্কুল পরিদর্শক মিলন কান্তি পাল বলেন, 'পুজোর আগে স্কুলে প্রধান শিক্ষককে নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। স্কুল খোলার পর স্কুলগেটের বাইরে আজ বিক্ষোভ হয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পরে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হবে।'

গাড়ি চালানো শিখুন
বনগাঁ ও মধ্যমগ্রাম
সম্পূর্ণ প্রাইভেটে
আসন সংখ্যা সীমিত

প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সহায়তা
নতুন ব্যাচে ভর্তি নেওয়া শুরু হয়ে গেছে
NAMASTE INDIA
M-9635409258/8697430143
Helpline -9932065503 www.nicadsc.com
জীবন বীমা করুন জীবন সুরক্ষিত রাখুন

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

জমি বিক্রয়
বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।
মো ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
☎ : 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্নিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্নিচার

স্বপ্নচর এর ভ্রাম্যমান নাট্য উৎসব গোবরডাঙা শিল্পায়নে

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল স্বপ্নচর এর ভ্রাম্যমান নাট্য উৎসব চলছে জেলা জুড়ে। গত ১৮ নভেম্বর তাঁদের ১৩ তম ফেরি নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে স্বপ্নচরের নবতম প্রযোজনা এলারামের ঘড়ি। নাটকটির নাট্যরূপ নির্দেশনা এবং অভিনয়ে সংস্থার কর্ণধার মহঃ সেলিম। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর আর্থিক সহায়তায় প্রযোজিত নাটকটিতে বর্তমান সময়কে ভিত্তি করে সমাজ ও রাষ্ট্রের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে।

এদিন শুরুতেই বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী সদ্য প্রয়াতা দীপাব্রহ্মের স্মরণে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুলে মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান স্বপ্নচর নাট্য সংস্থার নাট্যকর্মীসহ উপস্থিত নাট্যামোদী দর্শক সাধারন। সমবেত কলাকুশলীগণের কণ্ঠে মর্মস্পর্শী সংগীতের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত সকলে দীপাকে স্মরণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য ও শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার প্রাণপুরুষ আশিষ চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙা থানার সংস্কৃতিপ্রেমী ও সি অসীম পাল, নাট্য ব্যক্তিত্ব চাঁদপাড়া অ্যাক্টোর কর্নধার সুভাষ চক্রবর্তী, খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলীর সোমা মজুমদার প্রমুখ। স্বপ্নচর এর পক্ষ থেকে সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেওয়া হয়। বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রসারে স্বপ্নচর নাট্যদলের এই ফেরী নাট্যোৎসব এর ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

নাটকটিতে কবিগুরুর চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে নাট্যকার ও নির্দেশক মহঃ সেলিম বাস্তবতাকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত যে আগুন জ্বলছে এবং জ্বালানো হচ্ছে, আর তার মাঝে এলারামের মৌনতা ইত্যাদি মিলিয়ে বাস্তবকে ভিত্তি করে বর্তমান সময়ের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। আর আমাদের হৃদয়ের গভীরে অবস্থিত এলারামের মৌনতাও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কর্তাবাবু তিনকড়ির চরিত্রে প্রত্যুষ কর, সৌরভ বিশ্বাস প্রশংসার দাবি রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে অভিজিৎ দাস, আশিস ঘোষ, আমির হোসেন, সৌমি সিনহা, সুদীপ্ত দাস চরিত্রানুযায়ি অভিনয় করেছেন।

নাটকটির সংলাপ ছাড়াও নাচ, গান ও বাজনায় নাটকটি আপামর দর্শক সাধারনের নিকট বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক নাট্যআঙ্গিকে পরিবেশিত নাটকটি (এলারামের ঘড়ি) নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা মহঃ সেলিম এর কর্মকুশলাতায় দর্শকদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। এদিনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির সোমা মজুমদার পরিবেশিত পুতুল নাচ ছোট বড় সকল দর্শকের ভালো লাগে। এদিনের শেষ নাটক চাঁদপাড়া এ্যাক্টো প্রয়োজিত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী নির্দেশিত ৩৮০ রজনী অতিক্রান্ত মঞ্চ সফল নাটক ছাঁচ ভাঙার গান, আঙ্কনিক নাট্যচর্চার চলমান যাত্রাপথে নাটকটি একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায়ে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও সাড়ম্বরে নিখিলভারত সমবায় সপ্তাহ (১৪-২০) উদ্‌যাপন করে জেলা তথা রাজ্যের সেরা গাইঘাটা মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি কর্তৃপক্ষ। নর্থ ২৪ পরগনা জেলা সমবায় সমিতির আহ্বানে গত ১৮ নভেম্বর মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় ৭০তম সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। এদিন মধ্যাহ্নে সমিতির সভাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সমিতির চেয়ারম্যান অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার। পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি ও সুদৃঢ় উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন, সিনিয়র অডিটর সঞ্জয় মণ্ডল ও সুদীপ্ত চ্যাটার্জী, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার সুপারভাইজার অমিত দত্ত, ছিলেন ভরতবর্ষের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা প্রমুখ। সমিতির সভাপতি কালিপদ সরকার ও সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

স্বাগত ভাষণে সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমবায় সপ্তাহ ও সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি বর্ষিয়ান কালিপদ সরকার। শ্রী সরকার জানান, ১৯০৩ সালে এদেশে প্রথম সমবায়ের ধারনা দিয়েছিলেন স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন। তিনি অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার কৃষকদের কল্যানে নানাবিধ প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে এদেশে সমবায় সপ্তাহ পালন করা শুরু হয়।

সুপারভাইজার অমিত বাবু বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেশ ও দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় গড়ে তোলার কথা বলে গেছেন। এদেশের অর্থনীতির সঠিক উন্নতির লক্ষ্যে সমবায়ের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিষয়ক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন অডিটর সঞ্জয় মণ্ডল। কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ ইফকোর ফিল্ড ম্যানেজার তাঁর বক্তব্যে বর্তমানের এই বেকার সমস্যার যুগে কৃষি ও সমবায় এর উপর জোর দেবার কথা বলেন। মিঃ ঝা জানান কৃষি প্রধান দেশে ভারতবর্ষে কৃষি ব্যবস্থায় ৫৮ শতাংশ কর্মসংস্থান হতে পারে। এজন্য সমবায় ও কৃষিব্যবস্থার উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। ইফকো কৃষির উন্নয়নে মাধ্যমে দেশ ও দশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ চলেছে। সুপারভাইজার অমিত বাবু কৃষি ও সমবায়ের সঠিক উন্নয়নে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যগণকে কাজ লাগানোর পরমর্শ দেন। পরিশেষে সমিতির সম্পাদক দেবাশিষ বাবু সমিতির উন্নয়নকে অব্যহত রাখতে উপস্থিত সদস্যগণকে বকেয়া ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করার আহ্বান জানান। সমিতির পরিচালন বোর্ডের অন্যতম সদস্য মৃনাল কান্তি সাহার পরিচালনায় সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠিত সভা সার্থকতা লাভ করে।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**